যায়যায়দিন

তারিখ ... 20 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

বেসরকারি কলেজে গলাকাটা ফি আদায়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নজর দেয়া উচিত

এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর আনন্দিত শিক্ষার্থীদের জন্য বেদনার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কলেজে (এইচএসসি) ভর্তির মহাযুদ্ধ। প্রতি বছর পাসের হার বাড়লেও বাড়ে না সরকারি কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা। ফলে বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে ছুটতে হয় প্রাইভেট কলেজগুলোতে। এ বছরও রেকর্ড সংখ্যক পাসের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রাইভেট কলেজগুলো চালিয়ে যাচ্ছে ভর্তিবাণিজ্য। সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তি ফি নির্ধারণ করে দেয়া হলেও এ নিয়মের তোয়াক্কা করছে না কেউ। এতে করে শিক্ষার্থী এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

একাদশ শ্রেণী (এইচএসসি) ভর্তিতে শিক্ষার্থীদের জোয়ার দেখে নামে-বেনামে বিভিন্ন খাতে লাগামহীন ফি আদায় করছে বেসরকারি কলেজগুলো। এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে শীর্ষ বেসরকারি কলেজগুলো। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ২০১০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির নীতিমালায় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি ফি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে সব মিলিয়ে ৩৩৭ টাকা।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে গলাকাটা ফি নির্ধারণ করে অভিভাবকদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা কামিয়ে নিচ্ছে তাতে শিক্ষা দেয়া নয়, বাণিজ্যই তাদের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে অনেকটাই অর্থহীন সরকারি নিয়ম-নীতি। যায়যায়দিনের এক অনুসন্ধানী রিপোর্টে জানা যায়, একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিতে ঢাকা কমার্স কলেজ একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নিচ্ছে ১৩ হাজার ৯০০ টাকা। ঢাকা সিটি কলেজ নিচ্ছে প্রায় ১৪ হাজার টাকা। আইডিয়াল কমার্স কলেজে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় আদায় করা হচ্ছে ১১ হাজার এবং বিজ্ঞানে প্রায় ১৩ হাজার টাকা। প্রায় সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেই কমবেশি এ চিত্র দেখা যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যেসব শিক্ষার্থী সরকারি কলেজগুলোতে ভর্তি হতে পারবে না তাদের কয়জনের পরিবারের সামর্থ্য আছে এত টাকা ফি দিয়ে সন্তানকে কলেজে ভর্তি করানো এবং মাসপ্রতি হাজার টাকা বেতন গোনা। নিম্নবিত্ত তো দূরের কথা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর পক্ষে যেখানে সীমিত আয় দিয়ে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছে, সেখানে এত বিশাল অঙ্কের অর্থ সন্তানের জন্য কোত্থেকে তারা জোগাড় করবে? এ ক্ষেত্রে দেখা যায় অভিভাবকরা হয় সন্তানের পড়ালেখা বন্ধ করে দেন কিংবা অতিরিক্ত টাকার জন্য কর্মক্ষেত্রে দুর্নীতির আশ্রয় নেন।

এটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি আর্থসামাজিক পরিবর্তনে নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। আমরা দুর্নীতিমুক্ত, শতভাগ শিক্ষিত ও উন্নয়নশীল যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি ব্যয়বহুল শিক্ষা সে ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধক। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব শুধু পাসের হার বাড়ানো নয়, সবার ভর্তি হতে পারার বিষয়টিও তাদের নিশ্চিত করা উচিত। এ জন্য অবশ্যই বেসরকারি কলেজগুলোতে ফি ও বেতনের হার নির্ধারণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা উচিত। এর পাশাপাশি কোচিং সমস্যাও আছে। সরকারি-বেসরকারি কলেজেই শিক্ষকরা অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের কোচিং করতে বাধ্য করে।

অতিরিক্ত বেতন ও ভর্তি ফি নেয়ার এ সমস্যা শুধু কলেজগুলোতে নয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও আছে ব্যাপকভাবে। এ জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে কখনো কখনো ক্ষোভের বিস্ফোরণও দেখা যায়। শিক্ষার নামে বাণিজ্য বন্ধে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ আশা করছি।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় অসংখ্য সমস্যা রয়ে গেছে। ফলে শিক্ষার হার এবং উচ্চশিক্ষার হার এখনো কাঙ্ক্ষিত হারে বাড়ছে না। শিক্ষাক্ষেত্রে মানগত ও গুণগত উন্নয়ন ঘটাতে হলে পুঞ্জিভূত এসব সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে।

অতিরিক্ত বেতন ও ভর্তি ফি নেয়ার এ সমস্যা শুধু কলেজগুলোতে নয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও আছে ব্যাপকভাবে। এ জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে কখনো কখনো ক্ষোভের বিস্ফোরণও দেখা যায়। শিক্ষার নামে বাণিজ্য বন্ধে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ আশা করছি।